রূপচাঁদ পক্ষী ও হাসির গান

রামকুমার চট্টোপাধ্যায়

সেকালের রূপচাঁদ পক্ষীর কথা একালের অনেকেইজানেন না। এমন কি অনেকেই তাঁর নামইশোনেননি। তিনি পক্ষীর দল স্থাপন করেছিলেন এবং পক্ষীরূপে এইনতুন ধরনের সঙ্গীতের আখড়া সৃষ্টি হওয়ায় সেযুগে রীতিমত আলে াড়নেরসৃষ্টি হয়েছিল।

তৎকালীন বড় বড় বাবুদের বাড়ীতেরূপচাঁদপক্ষীর আসর বসতো এবং নানারকম সঙ্গীতের মাধ্যমে তিনি সমাজেরঅন্য ায়ের অবিচারের কথা তুলে ধরতেন। তাছাড়া বিশুদ্ধ হাসির গানও গাইতেনদলবলসহ।
এখানে পাঠক - পাঠিকাদের রসাস্বাদনের জন্যেরূপচাঁদ পক্ষীর দুটি হাসির গান তুলে দিলাম----
মা ষষ্ঠি তোর গুষ্ঠির পায়ে পড়ি,
কাঁঠাল গাছকে হারমানালো গিন্নী প্রাথেরী।
পুরাকালেছিলেন গিন্নী সগর রাজার রাণী,
যত বলে আর না কালীততই যে আমদানী।
রাত্তিরেতে গুনতেকাঁথা, মাথা যায় যে ঘুরি।
যশোদা শোন বলি গো তোরে,
কালানাকি Cigarete খায়।
ছোঁড়াটা একেবারে বোকে গেছে গিয়ে মথুরায়।।
পাঁচন-বাড়িফেলে দিয়ে
কুব্জাকেসাথে নিয়ে
পথেপথে Taxi চালায়।
রেখেদিয়ে মোহন চুড়া
কামিয়েছেচুলের গোড়া
বাঁকাসিঁথি ঢেউ খেলে যায়।।

ত্যজিয়ামথুরাপুরী
Air Mail -এ চড়ি হরি
নানানদেশ ভ্রমণে বেড়ায়।।
সংযোজন ঃ কুমারেশ ঘোষ
রূপচাঁদ পক্ষীর আসল নাম-- রূপচাঁদদাসমহাপাত্র। উড়িষ্যায় চিল্কার মহাপাত্র বংশে তাঁর জন্ম। পিতা শ্রীগৌরদ াস,গড়গোবিন্দপুরের রাজা হরিহর ভত্তের আমমোত্তার ছিলেন। সেখানে রাজারপালিত - কন্যা সুজাতার সঙ্গে রূপচঁ াদের পরিচয় হয়, পরে বিবাহসূত্রেআবদ্ধ হন। রাজপরিবারের শিক্ষক তর্করত্ন মহাশয় ছিলেন রূপচাঁদেরশিক্ষাচার্য।

পরে কলকাতায় আগমন। উত্তর-পশ্চিম কলকাতায় দেদো-দত্তের সঙ্গে পরিচয়। সঙ্গীতে প্রসিদ্ধি লাভ। কিন্তু নিরামিষ সঙ্গীতে পয়সা না থাকায় পরামর্শ পান পয়সা করতে হলে খেউড় গাইতে হবে।

পরে বাবু রামানারায়ণের সঙ্গে পরিচয়। তাঁরই পরামর্শে পক্ষীর আখড়া বা দল স্থাপন এবং সঙ্গীতের মাধ্যমে তৎকালীন সমাজের অনাচারের বিদ্ধে প্রতিকারের চেষ্টা। রূপচাঁদ পক্ষীর গানের মে সমাজ হয় তটস্থ, তখনকার বাবুরাও।

রূপচাঁদ পক্ষীর সঙ্গে ছাতুবাবুর ছিল বন্ধুত্ব।খাঁচার মত একখানি গাড়িতে তিনি যাতায়াত করতেন। আগমনী- বিজয়ার গান,বাউল দেহতত্ত্বের গান এবং নিধুবাবুর টপ্পা ধরণের গানও রচনা করতেন ওগাইতেন। ১৯৮৮ খৃঃ পর্যন্ত তিনি জীবিত ছিলেন।

রূপচাঁদপক্ষী দল -এর পরিচয় দেওয়া যাক--
শহরে ঢাক পেটানো শু হল ঃ শুনুন ভদ্র ইতর জন ।পাখীর দল বসছে শহর কলকাতায়। রূপচাঁদ হলো রাজা পাখী, তাকে ঘিরেতারা ছাড়বে আরও অনেক পাখী। বিচিত্র তাদের ভাবভঙ্গী। পাখী হয়েও পাখীনয়। মানুষ হয়েও মানুষ নয়। তারা হলো মানুষ পাখী উড়ে উড়ে দেখেগোটা সমাজটাকে। যেখানে অন্ধগলির বাঁক অনেকের নজর যায় না. সেখানেও তারা দৃষ্টি ফেলে। এসো, দেখো, মজালোটো। যো দেখেগা উভি পস্তায়গা, আউর যো নেহি দেখে গা,উভি.....।

বসল রামবাবুর আখড়া। গান গাইবে, নাচবে, পাখীরদল-- মধ্যমণি রূপচাঁদ। গানের চাবুক কি জিনিস তা-ই দেখাতে হবে -- রামবাবুরনির্দেশ। বাবুরা শুনবেন, হাসবেন, মজা লুটবেন--বাড়ী ফিরে বলবেন -- ব্যাটাউড়ের পো ডেকে নিয়ে গিয়ে জুতোলে গ্যা।

সন্ধের সময়। রাজবাড়ীর পূজোর দালান ভরাট হয়ে গেছে। একটা ভীড়েসরষের গলবার ঠাঁই পর্যন্ত নেই। পেছন থেকে কিছু লোক তখনোচারদিকে সিঁধোবার প্রয়াস পাচ্ছেন। হঠাৎ কোকিলের কুঁহু কুঁহু শব্দেচারদিকে স্তব্ধ নীরবতা নেমে আসে। কোথেকে এল শব্দটা ? ওপরের লোক নীচে দেখে,নীচের লোক ওপরে। চারজন পাল্কী
বেহারা একটা খাঁচার আকারে পাল্কী নিয়েমাঝখানে এসে হাজির। ভেতর থেকে নামলেন, বাবু নবকুমার, বাবু রামনারায়ণ,দেববাবু, আর সবার শেষে পাখীর রাজা রূপচাঁদ -- পক্ষী। সু হল পাখীদের নাচ। চীনা বাড়ীর সু-পায়ে,পরণে শ্বেত ধুতি পিরেণ, চোখে কোন যাদুপরীর স্বপ্ন নিয়েহাজির। রূপচাঁদ গিলে কোঁচা ফুলের মত করে ধরে, --মনে হচ্ছে একদল সাদাপাখী মেঘমুক্ত আকাশে নানান খেলায় ব্যস্ত। পাখীদের বুলি শু হল। দর্শকশ্রোতারা অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে থাকেন।

ভীষণকিটি কিটি কিস্ কিসিন্ !
চুকুমুকু চুকু, চুকু চুকুন্ !
কু-কুরামশালিকে, কু-কু গঙ্গা বিসং।

এর পর একা রূপচাঁদ সু করে দেয়,

ছোটবিলের পাখী মোরা বড় বিলের কে।

উড়িতেনা পেরে পাখী পোষ মেনেছে।অভিভূত, বিস্ময়াবিষ্ট দর্শক শ্রোতারা নানা উল্লাসধবনি দিতে থাকেন।রূপচাঁদ ঘুরতে ঘুরতে বৈচিত্র্যময় অঙ্গ ভঙ্গী করে বসে পড়ে। সব পাখীই তখনএক এক করে নিজের নিজের ভঙ্গীতে বসতে থাকে। সারেঙ্গীতে সুর লাগানো।

---উড়েরপো ফিন কি ছাড়ে দেখো।

জনারণ্যেনানা মন্তব্য শোনা যায়।

রূপপাখীঠ্যাং তুলে অভিবাদন জানায় সমবেত দর্শক শ্রোতাদের। তারপর সামনের দিকেডান হাতটি বাড়িয়ে দেয়,

আমরি কি নাকাল, কন্যার বিবাহকাল
আজকালহচ্ছে বঙ্গদেশেতে।
মাতৃদায়পিতৃদায় এর আগে লাগে কোথায়
ভিটেমাটি চাটি হয় বিয়ের ব্যয়েতে।

সৃষ্টিসন্ধান

Phone: 98302 43310
email: editor@srishtisandhan.com